**২০২৩ সালের ডবলু পি এ ২৮৩৪৮**

**ডঃ ললিতা রায়**

**-বনাম-**

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য**

**শ্রী এন সি বিহানি,**

**শ্রীমতী পিবি বিহানি**

**শ্রী এস ঘোষ**

**শ্রী সৌম্য মুখোপাধ্যায়**

**.....আবেদনকারীর জন্য।**

**শ্রী ভাস্কর প্রসাদ বৈশ্য,**

**শ্রী নিলয় বরণ মন্ডল**

**.....রাষ্ট্রের জন্য।**

আবেদনকারী কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলার একজন সহযোগী অধ্যাপক। তার স্বামী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

সরকারী আদেশ নং এর ধারা ৮ এর শর্তে।

প্রকরন ৮, সরকারের আদেশ সংখ্যা ১৩০৬ (২২) – ই ডি এন (ঈউ) / ই এইচ/১ ইউ-৭৭/১৭ অনুযায়ী তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে জারি করা , বাড়ি ভাড়া ভাতা ভোগ করছিলেন তিনি । উল্লিখিত প্রকরন ৮ হিসাবে প্রদান করে

নিম্নরূপ:-

"ভাতা:

(ক) বাড়ি ভাড়া ভাতা - ১লা জানুয়ারী, ২০২০ থেকে কার্যকর, বাড়ি ভাড়া ভাতা গ্রহণযোগ্য হবে তার সংশোধিত মূল বেতনের ১২%, সর্বোচ্চ টাকা সাপেক্ষে। ১২,০০০/- প্রতি মাসে। স্বামী ও স্ত্রীর দ্বারা একত্রে টানা বাড়ি ভাড়া ভাতার সর্বোচ্চ সীমাটিও টাকায় উন্নীত করা হবে৷ ১২,০০০/- প্রতি মাসে।

সংশোধিত বেতন কাঠামোতে মৌলিক বেতন শব্দের অর্থ হল পে ম্যাট্রিক্সে নির্ধারিত বেতন স্তরে অঙ্কিত বেতন এবং এতে অন্য কোনো ধরনের বেতন অন্তর্ভুক্ত নয়।

তার নিজের বাড়িতে বা ভাড়া বাড়িতে বসবাসকারী ব্যক্তি কর্তৃক বাড়ি ভাড়া ভাতা তোলার বিদ্যমান শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে৷

যখন সরকার দ্বারা দেওয়া বাসস্থানটি স্বতন্ত্র পরিবারের জন্য উপযুক্ত হবে এবং উপযুক্ত জল, বিদ্যুত এবং টয়লেটের ব্যবস্থা সহ সরকার সব ক্ষেত্রে বাসযোগ্য হবে এবং যখন এই জাতীয় একটি সরকারি বাসস্থান নির্দিষ্ট পদের ধারকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তখন ধারক অন্য কোথাও বসবাসের জন্য বাড়ি ভাড়া ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন না।"

পরবর্তীকালে, উচ্চ বিভাগ শিক্ষা সংস্থা একটি স্মারক সংখ্যা ৬৪৪ জারি – ই ডি এন (সি এস) / ৩ এ- ০৪ / ২০১৯ তারিখ ১১ নভেম্বর, ২০২০ যারি করেন,  অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নরূপ প্রদান করে;-

" নিম্নস্বাক্ষরকারীকে গভর্নরের আদেশ দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অর্থ বিভাগের মেমো নং ৮০১২ - এফ ( P২ ) ডি টি ২৭.১২.২০১৮ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, মেমো নং ৫৮৩৯ - এফ ( পি ) ডি টি. ০৯.০৭.২০১২ এর সাথে পড়া হয়েছে একটি স্পনসরড/অ্যাডেড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারীকে এইচ আর এ দেওয়ার বিষয়টি, যার পত্নী একটি বেসরকারী সংস্থায় কাজ করছেন, যেখানে এইচ আর এ একটি পৃথক উপাদান হিসাবে অনুমোদিত, সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর এইচ আর এ বিবেচনায় নেওয়া হবে, যেমনটি করা হয়েছে , যেখানে স্বামী/স্ত্রী কোনো সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী।

সংশ্লিষ্ট সবাই অবহিত করা হচ্ছে”

সেই অনুযায়ী " ১১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের উল্লিখিত আদেশের পরে, রাজ্য আবেদনকারীর বাড়ি ভাড়া ভাতা কাটা শুরু করে। আবেদনকারীকে জানুয়ারী, ২০২০ থেকে এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত পুরানো স্কেলে তার এইচআরএ দেওয়া হয়েছে। মে, ২০২০ থেকে জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত, তিনি সংশোধিত স্কেলে তার এইচআরএ পেয়েছেন। যাইহোক, আগস্ট, ২০২০ থেকে, এইচ আর এ আংশিকভাবে আবেদনকারীকে তার স্ত্রীর দ্বারা আঁকা এইচ আর এ বিবেচনায় নেওয়ার পরে প্রদান করা হচ্ছে, যেহেতু তার স্বামী, যিনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী, তিনিও তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া ভাতা পেয়েছেন৷

১১ নভেম্বর, ২০২০-এর উল্লিখিত আদেশটি মেমো নং ৮০১২ - এফ (পি ২) / এফ এ/ও/২এম/২০৬/১৭ (এন.বি.) ডি টি -এর সংশোধনী অনুসারে করা হয়েছিল এবং এটি ২৭.১২.২০১৮,তারিখে রাজ্যের অর্থ বিভাগ দ্বারা জারি করা হয়েছে।

এই রিট পিটিশনে, আবেদনকারী, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, ১১ নভেম্বর ২০২০

তারিখের উল্লিখিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন,

এটা আদালতের সামনে পক্ষগুলির দ্বারা বিতর্কিত নয় যে ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের সংশোধনীটি ইতিমধ্যেই এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ কর্তৃক ১৬ মার্চ, ২০২১ তারিখের একটি রায় দ্বারা বাতিল করা হয়েছে, যা ২০১৮-এর ডবলু পি এ ১৩৮৯-এ গৃহীত হয়েছে (মৌসুমী বিশ্বাস এবং অন্য একটি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য)।

উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অপারেটিভ অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল:-

" ঘ) ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের অপ্রকৃত, স্পষ্টীকরণমূলক সংশোধনী অর্থের সাথে পঠিত ডিপার্টমেন্ট মেমো সংখ্যা ৫৮৩৯

– এফ (পি) তারিখ ৯ জুলাই, ২০১২ একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারীকে এইচ আর এ অনুদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা সম্পূর্ণরূপ সরকারি কর্মচারী, যারা  পৃথক পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (আর ও পা এ) বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ২০০৯ মেমো নম্বর দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং ১৬৯১ –এফ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ এবং নিজস্ব-কোন কারনে নিযুক্ত, এটি বে-সরকারি স্পনসরকৃত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীদের শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যারা ২০০৯ সালের আর ও পা এ মেমোরেন্ডাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যেটি মেম ৪৬ – এস ই (বি) তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ দ্বারা জারি করা হয়েছে।

ঙ)  ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের অসম্মানিত, স্পষ্টীকরণমূলক সংশোধনী (যা বর্তমান মামলার সূচনা হওয়ার পরে জারি করা হয়েছিল) যেহেতু এটি তার পরিধির মধ্যে থাকা কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা অসঙ্গতিপূর্ণ/ বেসরকারি/ সাহায্যগৃহীতা/পৃষ্টপোষক

৯ জুলাই, ২০১২ তারিখের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট মেমো সংখ্যা ৫৮৩৯ – এফ (পি) লঙ্ঘন করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দেওয়া হবে। অস্পষ্ট, স্পষ্টীকরণমূলক সংশোধনীটি তার উত্সের উপরে উঠতে পারেনি এবং সেই অনুযায়ী এই ধরনের ডিগ্রী আলাদা করা হয়েছে যেটা পূর্বোক্ত হিসাবে অসঙ্গতি "

২০২১ সালের এম এ টি ১০২৩ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম মিতা মজুমদার এবং অন্যান্য) একটি আপিল রাজ্য দ্বারা পছন্দ করা হয়েছে যেটি মৌসুমী বিশ্বাস (সুপ্রা)-এ পাস করা একক বেঞ্চের আদেশের বিরুদ্ধে, কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি এখনো ।

এরপরে, এই আদালতের অন্য একজন বিজ্ঞ বিচারক ২০২২ সালের ডবলু পি এ ১০০০৯-এ মৌসুমী বিশ্বাস (সুপ্রা) এবং আপিলের মুলতুবি থাকা আদেশ বিবেচনা মাথাই রেখে আবেদনকারীদের অনুরূপ সুবিধা প্রদান করেন। ১৮ জুলাই, ২০২২ তারিখের উল্লিখিত আদেশের প্রাসঙ্গিক অপারেটিভ অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

"বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত রাজ্যকে প্রথমে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয় প্রযোজ্য নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীদের জন্য এইচআরএ সুবিধা (অপরাধিত মেমো ব্যতীত) এবং এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ বকেয়া। ইতিমধ্যেই করা কোনো পুনরুদ্ধার, তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীদের ফেরত দেওয়া হবে। পুনরুদ্ধারের কোনো আদেশ এখনও মুলতুবি থাকলে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত থাকবে।

আবেদনকারী এইচআরএ গ্রহণ করা চালিয়ে যাবেন যেন অপপ্রচারিত মেমো কার্যকর না হয়।

উল্লেখ করা বাহুল্য, উপরোক্ত আদেশটি ২০২১ সালের এম এ টি সংখ্যা ১০২৩ এর চূড়ান্ত ফলাফল মেনে চলবে।"

এর যুক্তির সাথে আমার ভিন্নতার কোন কারণ নেই যেটা মৌসুমী বিশ্বাস (সুপ্রা) এ রায় দিয়েছেন।

আমি মনে করি সরকার স্মারক অর্ডার নং ৬৪৪ - ইডিএন। (সি এস) / ৩ই - ০৪ / ২০১৯ তারিখের ১১ নভেম্বর, ২০২০, বলবৎ করে রাখা যাবে না কারণ এটিও ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের রাজ্যের অর্থ বিভাগ দ্বারা জারি করা সংশোধনী অনুসারে যা মৌসুমী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাতিল করা হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে আবেদনকারী, বাড়ি ভাড়া ভাতা অর্ডার নং ১৩০৬ ( ২২ ) - ইডিএন ( এউ ) / ই এইচ/ ১এউ -৭৭/১৭ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ অনুযায়ী এর অধিকারী সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে।

যাইহোক, আমি মনে করি যে এই পর্যায়ে যদি আবেদনকারীর কাছ থেকে ইতিমধ্যে উদ্ধারকৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয় তবে মুলতুবি আপিল নিষ্পত্তির আগে আবেদনকারীকে চূড়ান্ত ত্রাণ দেওয়ার পরিমাণ হতে পারে (২০২১-এর এম এ টি ১০২৩) .

সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদীদের নির্দেশ দিয়ে এই রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয় ২০২১

সালের এম এ টি  ১০২৩, নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীর কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া ভাতা নেওয়া হবে না, কিন্তু এই রায়ে উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ ৮ হিসাবে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের সরকারী আদেশ অনুযায়ী আবেদনকারী বাড়ি ভাড়া ভাতা নিতে পারবে।

উপরোক্ত নির্দেশাবলী ২০২১ সালের এম এ টি  ১০২৩-এ রেন্ডার করা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে, ডবলু পি এ  ২৮৩৪৮ এর ২০২৩ নিষ্পত্তি করা হয়।

খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না.

এই আদেশের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদনের জন্য, উপর পক্ষের জন্য উপলব্ধ করা হবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সঙ্গে সম্মতি.

**(বিচারপতি কৌশিক চন্দ)**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।